ভাসমান এবং অভিবাসন দ্বারা প্রভাবিত শিশুদের পথনির্দেশনামূলক কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রস্তাবিত নীতিমালা[১]:

জুন ২০১৬

১. 'ভাসমান শিশু' ও 'অভিবাসন দ্বারা প্রভাবিত শিশু' উভয়কে সর্বপ্রথম এবং সর্বক্ষেত্রে শিশু হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে এবং সে আলোকে তাদের বিষয়ে সকল কর্মপন্থায় তাদের স্বার্থ সংরক্ষণকে প্রাথমিকভাবে বিবেচনায় আনতে হবে।

অভিবাসন দ্বারা প্রভাবিত শিশুকে অপরাপর শিশুদের মতই অধিকারসমূহ যেমন জন্ম নিবন্ধন, পরিচয় পত্র, নাগরিকত্ব, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান এবং সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। এর দায়িত্বে যারা নিয়োজিত আছেন তারা সকল শিশুর ক্ষেত্রে একই পন্থা অবলম্বন না করে একক এবং পারিবারিক অনুসন্ধান করে অতপর শিশুভেদে দীর্ঘমেয়াদি সিদ্ধান্ত নিবেন। সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থানরত শিশুদের আবেদনের এবং তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নিশ্চয়তার যথাযথ ব্যক্তি পর্যায়ের নিরীক্ষণ ব্যাতিত কোন অবস্থায়ই প্রত্যাখ্যান করা যাবে না।

২. সকল শিশুর নিরাপদ জীবন, বেঁচে থাকার এবং উন্নয়নের অধিকার রয়েছে।

সকল শিশুর শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, শিক্ষার এবং সামাজিক উন্নয়ন এর জন্য একটি মানসম্মত জীবনমান এর অধিকার আছে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে কোন প্রকার ক্ষতির আন্দাজ এবং প্রতিরোধ করা, সে সাথে শিশু অভিবাসনের উদ্দীপককে বিবেচনা করে অভিবাসনের ক্ষতিকর ফলাফল অনুসন্ধান এবং উদ্ধারে নিয়োজিত হওয়া, বস্তগত এবং সামাজিক সহায়তায় টেকসই বিনিয়োগ, এবং শিশুর বিকাশের জন্য হুমকি নয় এমন জীবিকা অর্জনের সুযোগ তৈরি এর অন্যতম পূর্বশর্ত।

৩. শিশুদের তাদের নিজ রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাচলের অধিকার এবং তাদের নিজ রাষ্ট্র এবং অন্য যে কোন রাষ্ট্রত্যাগ করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

পারিবারিক জীবন, নিরাপত্তা অথবা সুযোগ সন্ধানে শিশুদের অভিবাসনের অধিকার আছে। মূলকথা হচ্ছে, শিশুদের সহিংসতা ও বিপদ হতে পলায়নের অধিকার রয়েছে।

৪. শিশুদের বা তাদের বাবা-মার অভিবাসনের অবস্থার কারণে শিশুদের আটক রাখা একটি শিশু অধিকার লঙ্ঘন এবং শিশুর স্বার্থকে সর্বাগ্রে বিবেচনা করার নীতি লঙ্ঘন করে।

পিতামাতার অভিবাসন অবস্থার ভিত্তিতে শিশুদের আটক করা শিশু অধিকারের লঙ্ঘন এবং শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ নীতির পরিপন্থী। রাষ্ট্র দ্রুততার সাথে এবং সম্পূর্ণরুপে অভিবাসন আক্রান্ত শিশুর আটকরোধে কাজ করবে এবং শিশুকে তার অভিবাসন অবস্থার সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত তার পরিবার, এবং/অথবা অ-হেফাজতকারি অভিভাবক, সম্প্রদায় ভিত্তিক অবস্থানে থাকতে দিতে হবে।

৫. অভিবাসনের কোন পর্যায়েই শিশুকে তার পরিবারের অথবা প্রাথমিক সেবাদাতার কাছ হতে আলাদা করা যাবেনা (যদি না এটি তাদের সর্বোচ্চ স্বার্থ হয়)।

রাষ্ট্র শিশুকে কষ্টদায়ক এবং দীর্ঘায়িত পরিবার পুনর্মিলন প্রক্রিয়া প্রবর্তন, অর্জিত বহনযোগ্য সামাজিক নিরাপত্তা অস্বীকার, শিশুদের সংসর্গী অনিয়মিত অভিবাসী আটক, উদাহরণস্বরূপ তার পরিবার হতে আলাদা করবে না। বিপরীতভাবে, একটি শিশুর জোরপূর্বক নির্বাসন পরিবার পুনর্মিলনের একটি গ্রহণযোগ্য মাধ্যম হিসাবে কখনো বিবেচিত অথবা স্বয়ংক্রিয়ভাবে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ হতে পারে না। একটি সন্তানের নির্বাসন হতে হবে নিরাপদ, এবং সর্বোত্তম স্বার্থ প্রদায়ক। পরিবার থেকে পৃথক শিশুর নির্বাসন অনুষঙ্গী ও পর্যবেক্ষণযোগ্য হতে হবে।

১. 'ভাসমান শিশু' ধারণাটি দ্বারা মুলত সে সকল স্থান পরিবর্তনশীল শিশুদের বোঝায় যারা নানাবিধ কারনে স্বেচ্ছায়, অনিচ্ছায়, দেশাভ্যন্তরে, দেশান্তরে, পিতামাতা অথবা অন্যকোন অভিভাবক সহ অথবা ব্যতিরেখে চিহ্নিত হয়ে থাকে। 'অভিবাসন দ্বারা প্রভাবিত অন্যান্য শিশু' দ্বারা ঐ সকল শিশুদের বোঝায় যারা পিতামাতার দেশত্যাগের পরও রয়ে যায় এবং যারা পিতামাতার সাথে গন্তব্য রাষ্ট্রে থাকে।

৬. কোন শিশুই বেআইনি নয়। শিশুকে সব ধরনের বৈষম্য হতে রক্ষা করতে হবে।

ভাসমান শিশু ও অভিবাসন দ্বারা প্রভাবিত অন্যান্য শিশুদের দুর্বৃত্তায়ন এবং কালিমালেপন এই নীতিকে লঙ্ঘন করে। অভিবাসী এবং তাদের সন্তানদের উল্লেখ করার সময় রাষ্ট্র এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বৈষম্যহীন পরিভাষা ব্যবহার করা উচিত।

৭. শিশুদের জন্য প্রণীত নিরাপত্তা ব্যবস্থাসমূহের সকল শিশুর পূর্ণ নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। ভাসমানশিশু এবং অভিবাসন প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত সকল শিশু এর আওতাভুক্ত।

জাতীয় শিশু নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রণয়নে এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভাসমান শিশু এবং অভিবাসন প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত সকল শিশুর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আরোপ করতে হবে এবং তাদের বিশেষ প্রয়োজন সমূহকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

সমস্ত প্রকার শোষণ, নির্যাতন, অত্যাচার, সংঘর্ষ এবং অন্যান্য অপরাধ থেকে শিশুদের নিরাপদ রাখার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। শিশুদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সমস্ত প্রকার অপরাধ এবং যৌন নিপীড়ন এড়িয়ে চলার নিশ্চয়তা রাষ্ট্রের নিশ্চিত করতে হবে। রাষ্ট্র এবং আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে একটি গতিশীল এবং কার্যকারী নিরাপত্তা কাঠামো নিশ্চিত করতে হবে, যা অভিবাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শিশুর পূর্ণ নিরাপত্তা প্রক্রিয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট ধারনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এর গতিশীল চর্চা নিশ্চিত করতে হবে।

৮. অভিবাসন পরিচালনা প্রক্রিয়া এবং এক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহের শিশুদের মানবাধিকার সমূহের প্রতি কোন বিরূপ প্রভাব ফেলা থেক বিরত থাকতে হবে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন, শরণার্থী আইন এবং অন্যান্য মানবিক আইনসমূহের উল্লেখিত শিশু অধিকারসমূহকে পূর্ণ মর্যাদা এবং এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। জোরপূর্বক প্রত্যার্পণ বন্ধ করা এবং অন্যান্য সকল প্রকারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এক্ষেত্রে উল্লেখিত। প্রত্যেক শিশুর সঠিক পরিচয় সনাক্তকরন এবং অভিবাসনরত শিশু এবং এ প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল শিশুর উপর প্রচলিত আইন এবং নীতিমালাসমূহের প্রভাব পর্যালোচনা করা এবং এতদসংক্রান্ত প্রতিকূল প্রভাব থেকে দূরে রাখার নিশ্চয়তা প্রদানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

অভিবাসনে নিরুৎসাহিত করার সংকল্পে অভিবাসীদের ইচ্ছাকৃতভাবে অনিরাপদ যানবাহনে ঠেলে দেয়া সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। শিশুদের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য নিরাপত্তা এবং এর স্থায়িত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। যেসকল রাষ্ট্র শিশুদের স্বার্থেই, এমনটি ভেবে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত যে কোন প্রকারে নিজ দেশে থাকারই অনুমোদন দেয় এবং প্রত্যক্ষভাবে অভিবাসনে নিরুৎসাহিত করে তা পরিষ্কারভাবে শিশু অধিকারের উপরে একটি প্রতিকূল প্রভাব ফেলে।

৯. একটি শিশুর বয়স, পরিপক্কতা, বুদ্ধিমত্তা বিবেচনার রেখে সকল শিশুরই প্রতিটি ক্ষেত্রে মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, বিশেষত যেসব সিদ্ধান্ত পরবর্তিতে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে।

সকল রাষ্ট্রেরই অভিবাসনরত শিশু এবং অভিবাসন প্রক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত শিশুদের জন্য (নিজ রাষ্ট্র এবং গন্তব্য রাষ্ট্র উভয় ক্ষেত্রে) সঠিক তথ্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিনা খরচে আইনি সহায়তা, আইনের ব্যাখ্যা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। সর্বোপরি, সংশ্লিষ্ট সকল শিশুর অভিভাবকত্ব রাষ্ট্রেরই নিতে হবে যদি এসব শিশু অভিবাবকহীন হয় অথবা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

যে সকল সংস্করণ পাওয়া যাচ্ছেঃ ইংরেজি (মূল সংস্করণ), ফরাসি, স্প্যানিশ, পর্তুগিজ এবং আরবি। ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন: HTTP://PRINCIPLESFORCOM.JIMDO.COM